দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17/9/79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 7 ...

সাধারণ শিক্ষায় লাভ নেই—কারিগরি শিক্ষা চালু করতে হবেঃ শাহ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন: যুগের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে শিক্ষা নীতির আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে। দেশে কারিগরি-ভিত্তিক শিক্ষা নীতি প্রচলনে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গতকাল দেশের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নবকুমার ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলনী উৎসবে প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন: এই যুগ হচ্ছে কারিগরি যুগ। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, উপগ্রহের যুগ। সাধারণ শিক্ষা আজ অচল প্রমাণিত হয়ে চলেছে। সাধারণ শিক্ষার কোন মূল্য নেই। লক্ষ লক্ষ যুবক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বেকার বসে আছে। দিন দিন বাড়ছে বেকার সমস্যা। সরকার তাদের চাকরি দিতে পারছেন না। মিল, ফ্যাক্টরী কল-কারখানায় তাদের নিয়োগ করা যাচ্ছে না। এমএ পাস যুবককে কেরানীর চাকরি দিতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে নির্বাচিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কারিগরি জ্ঞান ও শিক্ষা ছাড়া জাতির ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতি গঠনে আজ স্থপতি, নির্মাতা, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ও কারিগরের প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে সরকার তিন লক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন যুবককে চাকরি দিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছেন। সরকার প্রত্যেক থানায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উচ্চ শিক্ষাকে কারিগরি ও নির্বাচিত শিক্ষা হিসেবে প্রবর্তনের সরকারী এই চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নানা মহলের বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। শুধু সমালোচনা করলেই চলবে না। আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকাতে হবে। সময় ও যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের প্রত্যেকটি

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

শাহ

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক কারিগরি ও পলিটেকনিক বিভাগ খুলতে হবে। যেসমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কারিগরি কারিকুলাম চালু হবে সরকার তাদের সাহায্য করবেন। বিজ্ঞান, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্যে আমরা বিদেশ থেকে সাহায্য পাচ্ছি। এই সাহায্য সাধারণ শিক্ষা খাতে খরচ করা যাবে না। যেসব প্রতিষ্ঠান কারিগরি শিক্ষার প্রচলন করবে, এই টাকা থেকে তাদের অনুদান দেয়া হবে।

আলহাজ মওলানা ফজলুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই পুনর্মিলনী উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্বাস বলেন। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীন, প্রখ্যাত সমাজ সেবক ডঃ জাফরউল্লাহ চৌধুরী, ল্যান্ডসেটের পরিচালক জনাব মহিবউদ্দীন আহমদ চৌধুরী, মুড়াপাড়া কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জনাব শফিকুল আমীন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। তাঁরা ছাত্রদের চরিত্র গঠন, অধ্যবসায় ও জ্ঞান অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯১৬ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে।

উৎসবের শুরুতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল মান্নান স্বাগত ভাষণে স্কুলের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি স্কুলের বেদখল জমি ফেরত ও স্কুলের উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্যে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ অবিলম্বে স্কুলের বেদখল জমি ফেরত দান এবং ইতিপূর্বে মঞ্জুরীকৃত ১৫ লাখ টাকা সত্বর প্রদানের আশ্বাস দেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন তাঁর বক্তৃতায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, ছাত্র শিক্ষকের সুসম্পর্কের উপর সুশিক্ষা নির্ভর করে।

পুনর্মিলনী উৎসব উপলক্ষে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, অভিভাবক ও সুধীজনদের স্কুল প্রাঙ্গণে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।